দৈনিক খবর ৬৯

তারিখ 02 MAY 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সন্ত্রাসের অভিযোগ ঃ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্র বহিষ্কৃত

॥ রণজিত দাস ॥

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ১লা মে।- সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে বিভিন্ন বর্ষের ১০ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এক সাথে এতোগুলো ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম। বহিষ্কৃতরা সকলেই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (হা-অ)-এর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা। এদের মধ্যে ৮ জনই বাকসু ও বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি। দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। এর আগে গত বাকসুর সাধারণ সম্পাদককে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। গত বাকসুর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রদীপ রঞ্জন কর। তিনিও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ মনোনীত প্যানেল থেকে নির্বাচিত হন। তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার প্রেক্ষিতে ১৯৮১ সালের বাকসু নির্বাচনের উপর মাত্র ক'দিন আগে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবার কারণে সেবার আর নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে পারেনি। আবার ৯ বছর পর বাকসুর নির্বাচিত নেতাদের উপর এবার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলো।

বোর্ড অব রেসিডেন্স-এর সুপারিশক্রমে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা সিন্ডিকেট ১০ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করে। বহিষ্কৃতরা হলো বাকসুর মিলনায়তন সম্পাদক এবং ছাত্রলীগ (হা-অ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান (মফিজ)। তাকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। তিন বছরের জন্য এমএসসিতে ভর্তির উপর নিষেধাজ্ঞা করা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল ছাত্র সংসদের ভিপি হুমায়ুন কবির-এর উপর। যাদের দু'বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় তারা হলো বাকসুর সদস্য আবু সাঈদ মোহাম্মদ কামাল (বাচ্চু), ঈশা খাঁ হল ছাত্র সংসদের জি এস হাদীউল ইসলাম, শহীদ জামাল হোসেন হল ছাত্র সংসদের জি এস আবদুস সালাম, একই হল সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক হাসান তারেক (সেফু), শহীদ নাজমুল আহসান হল ছাত্র সংসদের জি এস ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক যথাক্রমে সেলিম খান ও সাহেদুল আলম (স্বপন) এবং নিতাই চন্দ্র রায়। এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঈশা খাঁ হলে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। অনেকের মতে যে ঘটনার অভিযোগ আনা হয়েছে তা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ (হা-অ)'র কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া হয়। এতে ছাত্রলীগ নেতা ও ঈশা খাঁ হল ছাত্র সংসদের ভিপি অলিউল্লাহ সামান্য আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ছাত্রলীগের (বহিষ্কৃতদের) একটি গ্রুপ দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিলসহকারে শহীদ মিনারের দিকে এগুতে থাকলে টিএসসি'র সামনে অবস্থিত অপর গ্রুপের মুখোমুখি হলে প্রথমে কর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং পরে ধাওয়া- পাল্টা ধাওয়া হয়। অবশ্য দলীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। এ ঘটনা ঘটে সকাল সাড়ে সাতটায়। সাময়িক সামান্য উত্তেজনা দেখা দিলে পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। দুপুরে আবার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-অপারেটিভ বাজারে এক গ্রুপের কর্মী বহিষ্কৃত ছাত্র নিতাই চন্দ্র রায় অন্য গ্রুপের হাতে নিগৃহীত হয়। এর-পর ঈশা খাঁ হলে ছাত্রলীগ কর্মী সিদ্দিককে মারধর করা হয়। এতে সে সামান্য আহত হয়। এই ঘটনা ঘটে বিচ্ছিন্নভাবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির ব্যাপক কোন অবনতি ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম যথারীতি চলেছে। ঘটনা ঘটার পর পরই

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

৬-এর পাতার পর

ছাত্রলীগের নেতৃত্ব পর্যায়ে বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায় বলে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়। এছাড়া ছাত্রলীগ দাবী করেছে- বিষয়টির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেছিল।

গত ২৮শে মার্চ বোর্ড অবরেসিডেন্স দশজন ছাত্রের শাস্তির জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং বিক্ষোভ মিছিল করে। ২রা এপ্রিল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ এবং শহর ছাত্রলীগ যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় প্রতিবাদ সভা করে। এতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। তিনি বহিষ্কার আদেশ বাস্তবায়ন না করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান। বক্তাগণ বলেন, এই বহিষ্কার আদেশ ষড়যন্ত্রমূলক। প্রতিবাদ সভার পরদিন সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এই বহিষ্কার আদেশ কার্যকর করা হলো।

বহিষ্কার আদেশ কার্যকর করবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এই বহিষ্কার আদেশ যখন দেয়া হলো তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ চলছে। রমজানের দীর্ঘ বন্ধ উপলক্ষে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বাড়ীতে- ক্যাম্পাস প্রায় ছাত্র-ছাত্রী শূন্য। মনে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ এড়ানোর জন্য বন্ধের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার আদেশ দিলো।

এই বহিষ্কার আদেশের পক্ষে-বিপক্ষে এখন পর্যন্ত কোন ছাত্র সংগঠন তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়নি। এমনকি ছাত্রলীগ , ছাত্র ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণাধীন বাকসু এখন পর্যন্ত কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। এমনকি প্রতিবাদ সভাতে বাকসুর ভিপি, জিএসকে দেখা যায়নি।

২রা মে বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর বহিষ্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এদিকে খোলার পর পরই বাকসুর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। তখন নির্বাচনী হাওয়া লাগতে শুরু করবে। ছাত্র সংগঠনগুলো নির্বাচনী প্রস্তুতি নিতে থাকবে; সেক্ষেত্রে ছাত্রলীগ তাদের আন্দোলন কতদূর এগিয়ে নিতে পারবে সেটা দেখার বিষয়। ছাত্রলীগ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় সংগঠন। সহজে এই আদেশ মেনে নিলে দলীয় ইমেজ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে। এর ফলে সামনে বাকসু নির্বাচনে অন্যান্য সংগঠন ছাত্রলীগকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে একটা প্লাস পয়েন্ট পাবে যা বাকসুর ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছে।